CURZONNEX-91 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গঠনতন্ত্র

২০১৯ খ্রিঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ও অ্যানেক্স ভবন এ ৯১-৯২ সেশন এ যাহারা অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের মাঝে যোগাযোগ, সার্বিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ন সম্পর্ক বজায় রাখার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, নিরপেক্ষ এবং স্বেচ্ছাসেবীমূলক একটি বন্ধু সংগঠন হিসাবে কার্জনেক্স-'৯১ ('CURZONNEX-91') গঠন ও পরিচালনার জন্য এই গঠনতন্ত্র প্রস্তাবনা করা হইল।

ধারা -১

ক) সংগঠনের নামঃ সংগঠনের নাম হইবে কার্জনেক্স-'৯১ ('CURZONNEX-91')। অতঃপর এই গঠনতন্ত্রে তা সংগঠন নামে অভিহিত হইবে।

খ) সংগঠনের প্রকৃতিঃ সংগঠনটি বন্ধু-বন্ধু সংযোগ স্থাপনপূর্বক মানব কল্যাণমুখী, অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, নিরপেক্ষ এবং স্বেচ্ছাসেবীমূলক হইবে।

ধারা -২

সংগঠনের কার্য্যালয়ঃ সংগঠনের কার্য্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

ধারা -৩

সংগঠনের সদস্যঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ও অ্যানেক্স ভবন এ অবস্থিত তৎকালীন বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সিটিউট এ ৯১-৯২ সেশন এ ভর্তি-পুনঃভর্তি ও পরবর্তীতে উক্ত বিভাগ ও ইন্সিটিউট হইতে যাহারা গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করিয়াছেন তাহারা এই সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবেন।

ধারা -৪

মনোগ্রামঃ সংগঠনের একটি অর্থবোধক মনোগ্রাম থাকিবে।

ধারা -৫

সংজ্ঞাঃ

ক) সাধারণ সদস্যঃ যাহারা কেবলমাত্র আবেদন ফরম পূরন করিয়া এককালীন সদস্য ফি প্রদান করিবেন।

খ) সাধারণ পরিষদঃ সংস্থার সকল সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে।

গ) কা র্যনির্বাহী পরিষদঃ সংগঠনের সকল কার্য্যাবলী পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য গণ কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

ঘ) সাধারণ সভাঃ সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যদের নিয়ে যে সভা হইবে তা সাধারণ সভা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ধারা -৬

সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ

ক) সংগঠনের সদস্য বৃন্দের পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব পারস্পারিক সম্পর্ক, আন্তরিক সৌহার্দ, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণসামগ্রী, আর্থিক তহবিল সংগ্রহ এবং তাহা দুর্গতদের মাঝে বিতরণ করা।

গ) সংগঠনের সদস্যদের অংশ গ্রহণে বিভিন্ন সময়ে মিলন মেলার আয়োজন করা।

ঘ) সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য ন্যায় সঙ্গত ও বৈধ উপায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া তহবিল গঠন করা।

ঙ) দরিদ্র তহবিলের জন্য আলাদা ফান্ড তৈরির লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ করা।

ধারা -৭

সংগঠনের তহবিল

ক) তহবিলের উৎসঃ

১) সদস্য ফি যাহা এককালীন ১০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র।

২) সংগঠন কর্তৃক আহোরিত/ আহরিত কোন চাঁদা বা অনুদান বা সংগঠনের প্রকাশনা দ্বারা সংগৃহীত অর্থ।

৩) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান বা সাহায্য।

৪) সরকারী/বেসরকারী/দাতব্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কোন অনুদান বা সাহায্য।

৫) দেশের প্রচলিত আইন অনুসরণপূর্বক দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ।

৬) যে কোন ফি, চাঁদা, অনুদান, সাহায্য বা অন্য যাই বলা হউক না কেনো তাহা সংগঠনের নির্দিষ্ট রশিদ বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সংগৃহীত হইবে।

খ) তহবিল সংরক্ষণঃ

১) সংগঠনের যাবতীয় অর্থ ঢাকার যে কোন একটি তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

২) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের নামে বাংক হিসাব খুলিতে হিবে।

৩) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে থেকে যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে সংগঠনের বাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৪) সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে সংগঠনের অন্যান্য হিসাব পরিচালিত হইবে।

৫) সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ সভাপতির লিখিত অনুমোদনক্রমে সংগঠনের আনুসাংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য দশ হাজার (১০০০/-) টাকা নিজেদের নিকট রাখিতে পারিবেন। দশ হাজার (১০০০০/-)টাকার উর্দ্ধে যে কোন ব্যয়ের জন্য কার্য নির্বাহী পরিষদের লিখিত পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৬) অডিট কমিটির কাছে প্রদানের পুর্বে প্রতিটি খরচ ভাউচারে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

৭) নতুন কার্য নির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথে বাংকসহ অন্যান্য সকল হিসাব পরিচালনার নাম পরিবর্তনকরিতে হইবে।

ধারা -৮

সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব

ক) প্রত্যক সদস্য সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ সাধনে আয়োজন করা যে কোন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

খ) সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সব সময় সদস্যদের উপর কোন দায়িত্ব অর্পন বা প্রদান করা হইলে তাহা পালন করিতে হইবে।

ধারা -৯

সংগঠন পরিচালনা পরিষদ বা সাংগঠনিক কাঠামো

ক) সংগঠন পরিচালনার জন্য দুইটি পরিষদ থাকিবেঃ-

(১) সাধারণ পরিষদ

(২) কার্য নির্বাহী পরিষদ

ধারা -১০

সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ

ক) সংগঠনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইবে সাধারণ পরিষদ।

খ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের বার্ষিক বাজেট, রিপোর্ট ও পরিকল্পনা পেশ এবং তাহা অনুমোদিত হইতে হইবে।

গ) কার্য নির্বাহী পরিষদকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া ক্ষমতা ও দায়িত্বের বাহিরে কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিগত বৎসরের সকল কার্য্যাবলী ও সিদ্ধান্ত সমূহ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পেশ করিতে হইবে এবং সম্পন্ন কার্য্যাবলী ও সিদ্ধান্ত সমূহ সাধারণ পরিষদ অবশ্যই অনুমোদন ও গ্রহণ করিতে হইবে আর অসম্পন্ন/অনিস্পন্ন কার্য্যাবলী ও সিদ্ধান্ত সমূহ সাধারণ পরিষদ সভায় অনুমোদন অথবা বাতিল করিতে পারিবে।

ঘ) সংগঠনের সাধারণ সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করা যাইবে। তবে তাহা সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অর্থাৎ অর্ধেকের বেশী ভোটে অনুমোদিত হইতে হইবে।

ঙ) সভাপতির অনুরোধক্রমে সাধারণ সম্পাদক সাত (০৭) দিনের নোটিশে আলোচ্যসূচি প্রণয়ন করিয়া সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করিবেন। কোন তাৎক্ষনিক সৃষ্ট জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বা অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনে তিন (০৩) দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের আলোচ্যসূচি সম্বলিত জরুরী সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সাধারণ পরিষদের সাধারণ বা জরুরী উভয় সভাতে উপস্থিত মোট সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্বান্ত বা উত্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদিত হইতে হইবে।

চ) বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদক কার্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বার্ষিক কার্য বিবরণী পেশ করিবেন এবং কোষাধ্যক্ষ্য বাৎসরিক হিসাব বা আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

ছ) সাধারণ সভা বৎসরে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

জ) সংগঠনের মোট সদস্যের একপঞ্চাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ সভার কোরাম পূর্ন হইবে।

ধারা -১১

কার্য নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ

ক) সংগঠনের সমূদয় ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা কার্য নির্বাহী পরিষদের উপর ন্যাস্ত থাকিবে।

খ) গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত নিয়ম কানুন ও বিধি অনুযায়ী কার্য নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ) সংগঠনের সর্বপ্রকার কার্যাবলীর জন্য কার্য নির্বাহী পরিষদ সাধারণ সভার নিকট দায়ী থাকিবে।

ঘ) সভাপতির অনুরোধক্রমে সাধারণ সম্পাদক সাত (০৫) দিনের নোটিশে আলোচ্যসূচি প্রণয়ন করিয়া কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিবেন। কোন বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে তিন (০৩) দিনের নোটিশে একটি আলোচ্যসূচি নিয়ে জরুরী কার্য নির্বাহী পরিষদের সভাও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কার্য নির্বাহী পরিষদের সাধারণ বা জরুরী উভয় সভাতে উপস্থিত মোট সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্বান্ত বা উত্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদিত হইতে হইবে। কোন সিদ্বান্তে সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি একটি অতিরিক্ত ভোট প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ঙ) কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচীর ভিত্তিতে তিন মাসে আন্তত একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

চ) কার্য নির্বাহী পরিষদের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কার্য নির্বাহী পরিষদের সভার কোরাম পূর্ন হইবে।

ছ) কার্য নির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় কার্য নির্বাহী পরিষদের মোট সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অর্থাৎ অর্ধেকের বেশী ভোটে/মতামতের ভিত্তিতে সাধারণ সদস্য হইতে সদস্য কোঅপ্ট করিয়া কার্য নির্বাহী পরিষদের ঐ শূন্য পূরন করিবেন এবং তাহা পরবর্তি সাধারণ সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

জ) গঠনতন্ত্রে ধারা বা উপধারা বা উহার অধীনে সৃষ্ট নীতিমালা বা নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন এবং অধিকতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে তাহা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।

ধারা -১২

কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠন প্রণালীঃ

ক) গণতান্ত্রিকভাবে ভোটের মাধ্যমে সংগঠনের কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

খ) সংগঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দুই বছর মেয়াদী একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে যাহার মেয়াদ শুরু হবে ১লা জানুয়ারি হইতে ২য় বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

গ) প্রথম কার্য নির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের কমপক্ষে এক পঞ্চামাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যগণের সমর্থনের ভিত্তিতে গঠিত হইবে যাহার মেয়াদ হবে এক বৎসরের বেশী অর্থাৎ এক বৎসর অতিক্রম হওয়ার পরের বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ।

ঘ) সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে কেউ দুই মেয়াদের বেশী অর্থাৎ উভয় পদ মিলিয়ে কেউ দুই মেয়াদ বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

ঙ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

চ) সংগঠনের কার্য নির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপঃ

ক্রম	পদ	সংখ্যা
১.	সভাপতি	১ জন
২.	সহ সভাপতি	১ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪.	যুগ্ম সম্পাদক	১ জন
৫.	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৬.	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৭.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
৮.	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১ জন
৯.	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
১০.	আন্তর্জাতিকসম্পাদক	১ জন
১১.	বিভাগীয় সদস্য (প্রতি বিভাগ থেকে ১জন করে) ১৫জন	১৫ জন
মোট		২৫ জন

ধারা- ১৩

নির্বাচন

১৩.১ - নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন ও কার্য্যাবলীঃ

ক) কার্য নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে তিন মাস পূর্বে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনীয় ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের নিয়োগ করিবেন।

খ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১জন এবং অন্য ২জন কমিশনার নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনার গঠিত হইবে।

গ) নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান এবং অন্য ২জন সদস্য নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে

ঘ) নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি করিবেন।

ঙ) কার্য নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অর্থাৎ নভেম্বর মাসের শেষ শুক্রবার কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিতে হইবে।

চ) নির্বাচন কমিশনারগণ এবং নির্বাচনীয় ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ কার্য নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে কোন পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না, তবে তাদের ভোটাধিকার থাকিবে।

ছ) নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন তারিখের কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচন কর্মসূচি সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি সংগঠনের সকল সাধারণ সদস্যদের জ্ঞাতার্থে ডাকযোগে বা উ-সধরষ- প্রেরণ করিবেন।

জ) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা নির্বাচন তারিখের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সদস্যদের জ্ঞাতার্থে তাহা প্রচার করিতে হইবে।

ঝ) নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী সকল পদ্ধতিগত ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং সকল দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ সদস্যদের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।
ঞ) কোন প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা/ প্রকাশের ৫দিনের মধ্যে নির্বাচনীয় ট্রাইব্যুনালে লিখিত আকারে দাখিল করিতে হইবে।
ট) কোন প্রার্থী কর্তৃক আপত্তি বা অভিযোগ নির্বাচনীয় ট্রাইব্যুনালে দাখিলের সর্বোচ্চ ৫ দিনের মধ্যে উহা চূড়ান্ত নিস্পত্তি করে রায় প্রদান করিবেন যাহা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল বলে গণ্য হইবে।

১৩.২ কার্য নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন প্রক্রিয়া/পদ্ধতিঃ
ক) প্রার্থী মনোনয়ন পদ্ধতিঃ
১। কার্য নির্বাহী পরিষদ সভাপতি, সহ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষসহ সম্পাদকীয় যে কোন পদে সাধারণ সদস্যের যে কেউ প্রার্থী হইতে পারিবেন।
২) বিভাগীয় সদস্য প্রার্থী পদে কেবল মাত্র উক্ত বিভাগের সদস্যগন প্রার্থী হইতে পারিবেন।
খ) ভোট প্রদান পদ্ধতিঃ
১। প্রত্যেক ভোটারগণ কার্য নির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সহ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষসহ সম্পাদকীয় প্রত্যেক পদের বিপরীতে একটি করে ভোট প্রদান করিতে হইবে।
২। প্রত্যক বিভাগীয় ভোটার নিজ নিজ বিভাগীয় সদস্য প্রার্থীকে একটি ভোট পদান করিতে হইবে।
গ) ফলাফলঃ
১। প্রত্যেক পদে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ভোটে প্রার্থী নির্বাচিত হইবেন। তবে একই পদের জন্য সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন লটারির মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করিবেন।
২। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচনের প্রাথমিক/অনানুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করিতে পারিবেন।

১৩.৩ কার্য নির্বাহী পরিষদের কার্যভার গ্রহনঃ
নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা/প্রকাশের পর নতুন বৎসরের প্রথম দিন ১লা জানুয়ারি বা প্রথম শুক্রবার পূর্বতন পরিষদকে নব নির্বাচিত পরিষদের নিকট কার্য ও দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবেন।

ধারা - ১৪
কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ
১) সভাপতি

- ❖ সংগঠনের গঠনতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে পরিগণিত হইবেন।
- ❖ সংগঠনের যাবতীয় প্রশাসনিক বা নির্বাহীকার্য পরিচালনা করিবেন।
- ❖ সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
- ❖ সংগঠনের কোন বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করিবার জন্য সমাধান ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।
- ❖ সংগঠনের যে কোন সভা আহ্বানসহ প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সভাপতি, সাধারন সম্পাদককে পরামর্শ প্রদান করিবেন।
- ❖ সংগঠনের সকল কার্যাবলী তদারক করিবেন।

❖ সংগঠনের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে সর্ব নিরপেক্ষ ও তৎপর থাকিবেন।

২) সহ-সভাপতি

সংগঠনের কার্য পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সার্বিক সাহায্য করিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতে ভারপ্রাপ্ত-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ভারপ্রাপ্ত-সভাপতি তাঁর দায়িত্ব পালনকালে সভাপতির যাবতীয় ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩) সাধারণ সম্পাদক

❖ সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।
❖ সমিতির সকল সভা সভাপতির অনুমতিক্রমে আহবান করিবেন।
❖ সংগঠনের সকল প্রকার কাগজপত্র, তথ্য ও দলিল রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।
❖ সংগঠনের যাবতীয় কার্য বিবরণী ও সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন।
❖ সংগঠনের সার্বিক উন্নয়নে সকলসদস্যের সহিত যোগাযোগ করিবেন।

৪) যুগ্ম সম্পাদক

❖ যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে সব বিষয়ে ও সর্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন।
❖ কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ সম্পাদক তার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ বা বন্টন করিবেন তা সম্পাদন করিবেন।
❖ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতে যুগ্ম সম্পাদক সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।
❖ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ সম্পদকের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৫) কোষাধ্যক্ষ

❖ সংগঠনের নগদ অর্থ, রশিদ বই, চেক বই সংরক্ষণ করিবেন ও আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করিবেন।
❖ সংগঠনের তহবিলের ফি বা চাঁদা বা দান-অনুদান বা সাহায্য বা এতদসংক্রান্ত আয়-ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত থাকিবে।
❖ কার্যকরী পরিষদের সভায় ও সাধারণ সভায় সংস্থার বিস্তারিত হিসাব প্রদান করিবেন।
❖ নিরীক্ষা কমিটির কাছে বিস্তারিত হিসাব দাখিল করিবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবেন।
❖ বৎসর শেষে বাৎসরিক আয় ব্যয়ের নিরীক্ষাকৃত হিসাব কার্যকরীপরিষদের নিকট পেশ করিবেন এবং পরে তা অনুমোদন সাপেক্ষে বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।

৬) দপ্তরসম্পাদক

❖ সংগঠনের নিয়মকানুন বিধি ও উপবিধি (গঠনতন্ত্র) সংরক্ষণ ও তদারক করবেন। কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে

উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে যে কোন ব্যক্তি বা সংস’ার সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান করিবেন।

- ❖ সমিতির নথিপত্র সীলমোহর, আসবাবপত্র, দপ্তরের বিভিন্ন উপকরণাদি রক্ষনাবেক্ষণ করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের সমস্ত কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করিবেন।

৭) সাংগঠনিক সম্পাদক

- ❖ সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকিবেন।
- ❖ সংগঠনের শৃঙ্খলা এবং ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করিবেন।
- ❖ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বও তাকে পালন করিতে হইবে।

৮) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

- ❖ মানুষের সাথে পরিচিতি বাড়াইবেন।
- ❖ সমাজের নানা অসঙ্গতি সংগঠনের সভায় তুলিয়া ধরিবেন।
- ❖ সমাজের জন্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যনির্বাহী পরিষদকে সহায়তা করিবেন।

৯) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

- ❖ সংগঠনের বিকাশ সাধনের জন্য সংগঠন হইতে ঘোষিত প্রচারপত্র, পোস্টার এবং বক্তব্য অত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে পৌছে দেয়া।
- ❖ সংগঠন হইতে সকল প্রকার প্রকাশনার ডিজাইন, তথ্য সংগ্রহ, প্রুফ দেখা সম্পন্ন করিবেন।
- ❖ প্রয়োজন অনুযায়ী সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন।
- ❖ সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কার্যক্রমের সময় প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং তা যথাযথ ভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি করিবেন।
- ❖ বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমে সংগঠনের প্রচারণার দায়িত্বও পালন করিবেন।
- ❖ সংগঠনের বিভিন্ন খবর পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা করিবেন।

১০) আন্তর্জাতিক সম্পাদক

- ❖ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করিবেন।
- ❖ প্রবাসী সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাঁদেরকে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করিবেন।

১১) সদস্য

কার্যকরী পরিষদের সদস্য/সদস্যাগণ সমিতির কার্যকরী পরিষদের সভায় নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব গ্রহণে সহায়তা করা এবং কার্যকরী পরিষদের সভায় কোন দায়িত্ব অর্পিত হইলে উহা যথাযথভাবে পালন করা এবং সভায় কোন প্রস্তাব গ্রহণ, বর্জন, সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সতর্ক ও বিজ্ঞ ভূমিকা পালন করা।

ধারা- ১৫

সদস্য পদ বাতিল বা স্থগিত হওয়ার কারন এবং বাতিলের ক্ষমতাঃ
ক) যে কোন সদস্য সমিতির গঠনতন্ত্র অবমাননা করলে,
খ) সমিতির যে কোন অনুষ্ঠানে অশালীন, অশোভনীয় বা আক্রমনাত্বক ভাষা ব্যবহার করিলে
গ) কোন সদস্যা সমিতির স্বার্থের বিরোধী কাজ করলে,
ঘ) জঙ্গি সংক্রান্ত বা দেশের প্রচলিত আইন বিরোধী বা রাষ্ট্র বিরোধী কোন কর্মকান্ডে জড়িত হইলে সদস্য পদ সাময়িক স্থগিত থাকিবেন।
ঙ) কার্য নির্বাহী পরিষদের অর্ধেকে বেশী সদস্যের সম্মতিতে যে কোন সদস্যের সদস্য পদ কার্য নির্বাহী পরিষদ পরবর্তি সাধারন পরিষদ সভা পর্যন্ত সাময়িক স্থগিত করিতে পারিবেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করিবেন। যদি কারন দর্শানো নোটিশের জবাব কার্য নির্বাহী পরিষদের কাছে সন্তোষজনক মনে হয় তাহলে তাহারা ঐ সদস্যের সদস্য পদ সাময়িক স্থগিত রহিত করিতে পারিবেন।
চ) কার্য নির্বাহী পরিষদ সাময়িক স্থগিত সদস্য পদের বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারন পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং সাধারণ সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কোন সদস্যের সদস্য পদ স্থায়ীভাবে বাতিল বা সাময়িক স্থগিত রহিত করিবেন।
ঘ) কার্য নির্বাহী পরিষদ সভাপতির বরাবর আবেদন করিয়া যে কোন সদস্য স্বেচ্ছায় তাহার সদস্য পদ বাতিল করিতে পারিবেন।

ধারা- ১৬

সভার নিয়মাবলী

ক) সাধারণ সভা: সাধারণ সভা বৎসরে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির সাথে আলোচনা করিয়া সভার আলোচ্যসূচী, স’ান, সময় ও তারিখ নির্ধারন করিয়া সাধারণ সম্পাদক ১৫(পনের) কার্য দিবসের পূর্বে নোটিশের মাধ্যমে সাধারণ সভা আহবান করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বার্ষিক কার্য বিবরণী পেশ করিবেন এবং কোষাধ্যক্ষ আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করিবেন। সাধারণ সভায় উপস’িত সকল প্রস্‌ড়াব সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে। কার্যকরী পরিষদের সুপারিশে বিশেষ প্রয়োজনে ৫ দিনের নোটিশে জর“রী সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সাধারণ সভায় নিয়মিত সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ সদস্য/সদস্যা উপস’িত থাকিলে কোরাম হইবে।

খ) বিশেষ সাধারণ সভা: বিশেষ সাধারণ সভা যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারবে। সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন ও কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। কমপক্ষে ৫ দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করা যাবে। এই সভায় সাধারণ সদস্যের কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ উপস’িত হইলে কোরাম হইবে।

গ) তলবী সভা: সংস্থার গঠনতন্ত্র বা আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংক্রান্‌ড় কোন জর“রী বা গুর“ত্বপূর্ন বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্বাহী পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য/সদস্যা সভাপতির কাছে সভা অনুষ্ঠানের লিখিত অনুরোধ জানাইবেন এবং একই কারণে সাধারণ পরিষদের এক চতুর্থাংশ সদস্য/সদস্যা লিখিতভাবে সভাপতির নিকট বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানাইলে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদককে যাথাক্রমে পনের দিন অথবা সাত দিনের মধ্যে সভা আহবানের নির্দেশ দিবেন।

ঘ) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা: কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা আহবান করবেন। প্রতি দুই বছর পর সমিতির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কমপক্ষে ২০(বিশ) দিনের নোটিশে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় সাধারণ সদস্যের এক চতুর্থাংশ এর উপস্'িতিতে কোরাম হইবে।

ঙ) কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা: কার্যকরী পরিষদের সভা তিন মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হইবে। সভা ৫(পাঁচ) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে। জর"রী সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় ১৩ (তের) জনের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

ধারা- ১৭

অডিট

ক) কার্য নির্বাহী পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে সংস্থার তহবিল অডিট করাইবেন।

খ) কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য/সদস্যা ব্যতীত তিন সদস্য/সদস্যা বিশিষ্ট অডিট কমিটি সমিতির যাবতীয় আর্থিক হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

গ) কার্য নির্বাহী পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত অডিট রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইবে।

ধারা-১৮

গঠনতন্ত্র সংশোধন

সমিতির মূল সংবিধান অথবা উহার যে কোন ধারা, উপ ধারাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, সংক্ষিপ্তকরণ, বাতিল অথবা সংশোধন করতে হলে বার্ষিক/দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্'িত এক (সংখ্যা গরিষ্ঠ) তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্যের সম্মতিতে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাইবে।

২৫/১২/২০১৯ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্'িত সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে এই গঠনতন্ত্র গৃহিত ও অনুমোদিত হয়; পরবর্তীতে ১৪/০২/২০২০ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত জমায়েতে তা পরিসমর্থন করা হয় Ges mfvq **কার্জনেক্স-'৯১** ('CURZONNEX-91') bv‡g kvnRvjvj Bmjvgx e¨vsK wjwg‡UW, cÖMwZ miYx kvLv, XvKvq e¨vsK wnmve †Lvjvi wm×v›Z M„nxZ nq |